প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

১. পটভূমি

জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষাই হচ্ছে সকল উন্নয়নের ভিত্তি। মানবশিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে এবং সমাজে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কোন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা যত বিস্তৃত ও উন্নত সে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা তত সমৃদ্ধ । প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সনে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,৫৭,৭২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের উপর এবং তা বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিকভাবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশেষকরে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ওয়াশব্লক নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন, আসবাবপত্র প্রদান, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্লিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, পদসৃষ্টিসহ শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শন ও তত্বাবধান কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য মাঠপর্যায়ে যানবাহন সরবরাহকরণ, দেশব্যাপী শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ, স্কুল ফিডিং, করোনা কালিন সময়ে ঘরে বসে শিখি, বিদ্যালয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, রূপকল্প বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে।

১.১. রূপকল্প (Vision): সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা।

১.২. অভিলক্ষ্য (Mission): প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.৩ কৌশলগত লক্ষ্য: সার্বজনীন, একীভূত ও বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

১.৪ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

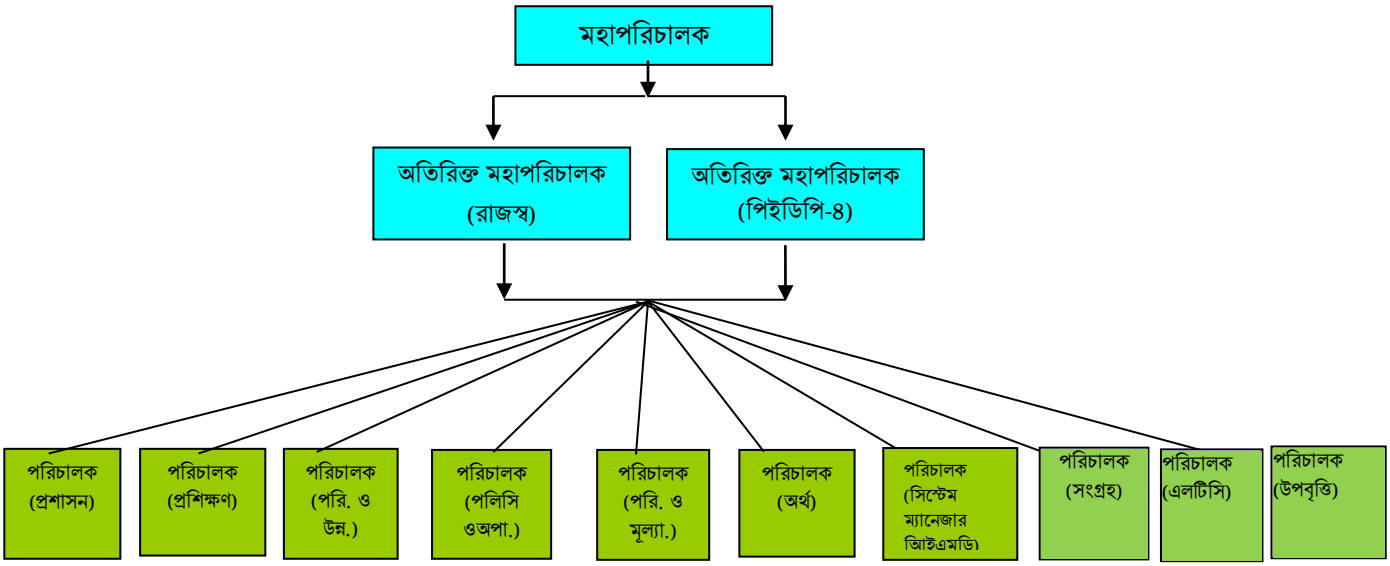

২. ২০১৮-২০২২ পর্যন্ত অর্জিত এপিএসসি এর আলোকে বছরভিত্তিক উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি:

Sl.	Key Indicators		Year				
			২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
1	No. of Schools covered by APSC:		**১৩৪,১৪৭**	**১২৯,২৫৮**	**১৩৩,০০২**	**১১৮,৮৯১**	**১১৪,৫৩৯**
	Government Primary School		৬৫৫৯৩	৬৫৬২০	**৬৫,৫৬৬**	**৬৫,৫৬৬**	**৬৫৫৬৫**
2	Number of Teachers in GPS	Male	১২৫১০০	১২৫৬৪৩	১৩১,৬৬৪	১২৭,৮০৯	১২৭০৩৯
		Female	২২৪১১৭	২২৯০৭৯	২৩৬,০৫৩	২৩১,২৮৬	২৩৫৬৭০
		All	**৩৪৯২১৭**	**৩৫৪৭২২**	**৩৬৭,৭১৭**	**৩৫৯,০৯৫**	**৩৬২৭০৯**
3	Total Enrolled Students (Grade 1-5)	Boys	৮৫৩৯০৬৭	৮০৭৫৮৯২	৮,৫৯৫,৯১৫	৮,৫৮৩,৩২৩	৮,৩৫৭,৬২৮
		Girls	৮৭৯৯০৩৩	৮২৬০২০৪	৯,০০৭,১২৯	৮,৩৮১,৬৪৪	৮,৮০৪,৭৩৭
		All	**১৭৩৩৮১০০**	**১৬৩৩৬০৯৬**	**১৭,৬০৩,০৪৪**	**১৬,৯৬৪,৯৬৭**	**১৭,১৬২,৩৬৫**
4	Total Pre-primary Enrollment	Boys	১৭৯২৫৫৯	১৮৯৩৭৩৪	১,৯৬৩,৯৬০	১,৫৫৯,১৭৫	১,৬৬৭,৩২৩
		Girls	১৭৮৫৮২৫	১৮৯২৫০৭	১,৯৮৩,৮৯২	১,৫৭৬,৮৩০	১,৭১৬,৪০৩
		All	**৩৫৭৮৩৮৪**	**৩৭৮৬২৪১**	**৩,৯৪৭,৮৫২**	**৩,১৩৬,০০৫**	**৩,৩৮৩,৭২৬**
5	Total Enrollment (All Grade)	Boys	১০৩৩১৬২৬	৯৯৬৯৬২৬	১০,৫৬০,২৪০	৯,৯৫৩,২৫২	১০,০২৪,৯৫১
		Girls	১০৫৮৪৮৫৮	১০১৫২৭১১	১০,৯৯১,৪৫১	১০,১৩৬,৮০৫	১০,৫২১,১৪০
		All	**২০৯১৬৪৮৪**	**২০১২২৩৩৭**	**২১,৫৫১,৬৯১**	**২০,০৯০,০৫৭**	**২০,৫৪৬,০৯১**
6	Gross Intake Rate - GIR (%)	Boys	১০৯.০৭	১০৭.৬৫	১০৫.৯৫	১০৭.১৪	১১৬.১৫
		Girls	১১৫.৫৭	১১২.৮	১০৯.৯১	১০৭.৪৭	১২৪.৯১
		All	**১১২.৩২**	**১১০.১৭**	**১০৭.৮৬**	**১০৭.৩**	**১২০.৪৩**
7	Net Intake Rate- NIR (%)	Boys	৯৫.৯৯	৯৬.৩০	৯৬.৪৩	৯৬.১৫	৯৬.১২
		Girls	৯৭.০০	৯৬.৮৩	৯৬.৮২	৯৬.২১	৯৭.৪৪
		All	**৯৬.৪৮**	**৯৬.৫৬**	**৯৬.৬২**	**৯৬.১৮**	**৯৬.৭৬**
8	Gross Enrollment Rate- GER (%)	Boys	১১০.৩২	১০৪.৪৯	১০০.১	১০৫.৩২	১০৩.১৬
		Girls	১১৮.৩০	১১৪.৯৩	১০৮.৯	১০৬.১৪	১১৮.৪৬
		All	**১১৪.২৩**	**১০৯.৬০**	**১০৪.৯**	**১০৫.৭২**	**১১০.৪৮**
9	Net Enrollment Rate – NER (%)	Boys	৯৭.৫৫	৯৭.৬৫	**৯৭.৩৭**	৯৭.৩৯	৯৭.৫২
		Girls	৯৮.১৬	৯৮.০১	৯৮.২৫	৯৭.৪৪	৯৭.৮১
		All	**৯৭.৮৫**	**৯৭.৭৪**	**৯৭.৮১**	**৯৭.৪২**	**৯৭.৫৬**
10	Primary Cycle Dropout rate (%)	Boys	২১.৪	১৯.২	১৯.১	১৫.০৫	**১৪.৮৮**
		Girls	১৫.৬৯	১৫.৭	১৫.৫	১৩.২৫	**১৩.১৯**

		All	**১৮.৬**	**১৯.৯**	**১৭.২**	**১৪.১৫**	**১৩.৯৫**
11	Survival Rate to grade 5 (%)	Boys	৮০.৯৩	৮৪.১	৮৩.৩	৮৫.২৫	৮৫.৯
		Girls	৮৭.৭৩	৮৬.১	৮৫.৯	৮৭.১	৮৭.৮
		All	**৮৩.৫৩**	**৮৫.২**	**৮৪.৭**	**৮৬.২**	**৮৬.২৫**
12	Coefficient of Efficiency (%)	Boys	৮০.৮১	৮১.৯	৮১.১	৮৪.২	৮৭.৪
		Girls	৮৩.৬২	৮৩.২	৮৪.৮	৮৬.৫	৮৮
		All	**৮২.২১**	**৮২.৬**	**৮৩.২**	**৮৫.৩৫**	**৮৭.৩৬**
13	Cycle Completion rate (Grade I-V) (%)	Boys	৭৮.৫৬	৮০.৮	৮১	৮৪.৯৫	৮৫.১২
		Girls	৮৪.৩১	৮৩.২	৮৪.৫	৮৬.৭৫	৮৬.৮১
		All	**৮১.৪**	**৮২.১**	**৮২.৮**	**৮৫.৮৫**	**৮৬.০৫**
14	Repetition rate (%)	Boys	৫.৮	৫.১	৫	০.৯৫	৫.৫
		Girls	৫.০	৪.৯	৪.৯	০.৭৫	৫.৭৩
		All	**৫.৪**	**৫.১**	**৫**	**০.৮৫**	**৫.৭২**
15	Year Inputs Per Graduate (years)	Boys	৬.১৯	৬.১	৬.০৫	৫.৮৫	৫.৬৩
		Girls	৫.৯৮	৬.৯৫	৫.৯	৫.৫৫	৫.৪৭
		All	**৬.০৮**	**৬.০৫**	**৬**	**৫.৭**	৫.৫৬
16	Student Teacher Ratio	**All**	**৩৭:১**	**৩৫:১**	**৩৪:১**	**৩৫:১**	**৩৩:১**
17	Number of Special Needs Children (Grade 1-5)	**All**	**৯৬৩৮৫**	**৯৮৩১১**	**৯৯,২২৩**	**৯৯,৯৬১**	**১১৮,৮৪৮**

৩. প্রধান কার্যাবলি

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট:

'সুস্থ দেহে সুস্থ মন' এ মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা, কাবিং কার্যক্রম, ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, প্রতিযোগীতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতা, মনোবল বৃদ্ধিসহ প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দ্যেশ্যে ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। দেশের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। এই টুর্নামেন্টের ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলগুলো উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২২ এর পুরস্কার বিতরণ

জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ট্রাকস্যুট, মোজা ও কেডস, ক্যাপ এবং খেলোয়াড়দেরকে খেলার জার্সি দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিটি খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে মেডেল দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১৫,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। রানার আপ দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। ৩য় স্থান অধিকারী দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ৭,৫০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ৩০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং ট্রফি প্রদান করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ৮টি দলকে সরকারি অর্থে ঢাকায় আবাসন, খাবার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের তথ্যঃ

টুর্নামেন্টের নাম	সন	অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় সংখ্যা	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট	২০২২	৬৫৫২৯	১১১৩৯৯৩	পূর্ব পঞ্চপুকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, নীলফামারী	বিনোদপুর কলেজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, রাজবাড়ী

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টঃ

২০১১ সাল থেকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। এই টুর্নামেন্টের ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলগুলো উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২২ এর পুরস্কার বিতরণ

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ন্যায় পুরস্কার, অর্থ, মেডেল ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের তথ্যঃ

টুর্নামেন্টের নাম	সন	অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় সংখ্যা	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট	২০২২	৬৫৫২৮	১১১৩৯৭৬	বাঞ্ছারামপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নলমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল

প্রাথমিক শিক্ষা পদক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে শিশুদের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

প্রাথমিক শিক্ষায় উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম:

বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত 'রূপকল্প ২০৪১' অনুযায়ী একটি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজন যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ। যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে সম্পৃক্ত সকল পর্যায়ের অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বল্প ব্যয়ে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে যুগোপযোগী এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মধ্যে উদ্ভাবনী ধারণা সম্প্রসারণ এবং সকলের মধ্যে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন টীম নিরলসভাবে কাজ করছে। মান সম্মত শিক্ষা বিস্তারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের 'ইনোভেশন আইডিয়া বক্স সংযোজন' অন্যতম একটি উদ্যোগ। ইনোভেশন টিমের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৮২টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ২৫৮ টি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১১৫ টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩৮ টি, ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪৩ টি এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪১টি উদ্ভাবনী আইডিয়া পাওয়া যায় এবং এগুলো নিয়ে উদ্বোধনী মেলা সোকেসিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এবং সেরা উদ্ভাবক নির্বাচন করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে দেশের ১২টি স্থানে (জেলা/বিভাগে) প্রতিটিতে ১০টি করে মোট ১২০টি আইডিয়া নিয়ে সোকেসিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ: প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যের চার রঙে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। বছরের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সকল শ্রেণিতে শতভাগ

নতুন বই বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৫টি ভাষায় (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি) রচিত পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২০ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রাথমিক (১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণি) স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত ৫টি ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৩৯ কপি বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪৪ কপি শিক্ষক সহায়িকা এবং ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৭১ টি পঠন পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং ঝরে পড়ার হার হ্রাসকরণে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বই বিতরণ উৎসব ২০২৩

২০২০-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	শ্রেণি	শিক্ষাবর্ষ			
		২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
১	প্রাক-প্রাথমিক	৬৬৭৫২৭৬	৬৬৭৯২২২	৬৬০৫৪৮০	৬৩২৯০৮৪
২	প্রথম	১৩৫৪৩৭৪৩	১৩২২২৯৫৩	১২৬০৯৫৮৮	১১৫৯২৪৮২
৩	দ্বিতীয়	১৩০৭৭৮১৪	১২৭৬৪৩৪২	১২২৪৮৯৬২	১১৩৫২৫০০
৪	তৃতীয়	২৫২৯৪০৪৩	২৪৬৮৮৬৬ ৮	২৩৮১২২৬৪	২২৯৯২৩০৮
৫	চতুর্থ	২৪৫১১৯৯২	২৩৮০২২৮৯	২৩১৫১৯৫৯	২২৫০১৮৮৫
৬	পঞ্চম	২২০৬৮৫৮০	২১১৫৮১৩৯	২১২১১২৫৭	২০৮৯৯১০৩
৭	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	২৩০১০৩	২১৩২৮৮	২১৯৩৬৪	২১২১৭৭
	সর্বমোট =	**১০৫৪০১৫৫১**	**১০২৫২৮৯০১**	৯৯৮৫৮৮৭৪	**৯৫৮৭৯৫৩৯**

শুদ্ধাচার কৌশল: সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছরের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়ন করে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় **৩** (তিন)টি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে নৈতিকতা ও অংশীজনের সাথে সভা করে দাপ্তরিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া সকল কর্মচারীকে সুশাষন ও সেবা প্রদান সহজীকরণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে বছরের শুরুতে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সময়বদ্ধ পরিকল্পনা মোতাবেক আর্থিক ব্যয় নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(গ) দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে, শিক্ষককে পেনশন কার্যক্রম মনিটরিং, স্লিপ কার্যক্রম মনিটরিং, সরকারী যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদানে এবং সৃজনশীল কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিপিই ও মাঠ পর্যায়ের ১৪জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন, প্রশিক্ষণ মডিউলে নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে সততা দোকান, শুদ্ধাচার, ডায়েরী, অভিযোগ, স্থাপন, নীতিবাক্য, অনুশীলন, লষ্ট এন্ড ফাউন্ড বক্স চালু করা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা: ২০২২ সানের (APSC ২০২২) প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাক- প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৩,৮৩,৭২৬ জন। এর মধ্যে মেয়ে শিশু ৫০.৭৩%। ২ বছর মেয়াদি প্রাক- প্রাথমিক (৪+ বয়সি) এর শিশুভর্তি ৩২১৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০২৩ সনের জানুয়ারি মাসে শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫+ বয়সি শিশুদেরকে ভর্তি করা হয়ে থাকে এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য কারিকুলাম প্রণীত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মর্তাগণকে প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা সুপারভিশন ও মনিটরিং বিষয়ে ৩দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ এর পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি

একীভূত শিক্ষা বিষয়ে কার্যক্রমসমুহ: চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর আওতায় Special Education Needs and Disabilities (SEND) একটি গুরুত্বপূর্ণ সাব-কম্পোনেন্ট। এ সাব-কম্পোনেন্টের আওতায় দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অটিজম এবং এনডিডিসহ সকল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ এবং তাদের পড়ালেখা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেয়ার জন্য বিদ্যালয়ের একজন করে শিক্ষককে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পড়ালেখা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের অ্যাসিসটিভ ডিভাইস (চশমা, হুইল চেয়ার, শ্রবণযন্ত্র, ক্র্যাচ ইত্যাদি) প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় চাহিদার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

- অটিজম বিষয়ে ইতোপূর্বে ৬৪টি জেলার সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ৮টি বিভাগে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে NDD ও ASD বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।
- সকল শিশুর ভর্তি নিশ্চতকরণ ও সমসুযোগের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যালয় এর এসএমসির সদস্যসহ স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন জেলায় সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ: প্রধান শিক্ষক- সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সমন্বিত গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়নের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে মোট পদোন্নতিযোগ্য ৩,৫৩,৮১১ জন শিক্ষকের মধ্যে ৯৮.৬% অর্থাৎ ৩,৪৭,৮৮২ জন শিক্ষকের ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১৯৫৫টি শূন্যপদে নিয়োগের নিমিত্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে বিসিএস ননক্যাডার থেকে নিয়োগের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।

এক নজরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বাস্তব অগ্রগতি
১.	চাহিদাভিত্তিক শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	১৪২০৬ টি
২.	ওয়াশব্লক নির্মাণ	৮০১৪ টি
৩.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাইনর মেরামত	৫০০৩ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪.	প্রাথমিকবিদ্যালয়ে রুটিন মেইনটেনেন্স	৪২,০০০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেজর মেরামত	১৫৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক খেলার সামগ্রী স্থাপন	৩৬৫৯ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানির উৎস স্থাপন	৬৫০৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮.	ওয়াশব্লকের উল্লেখযোগ্য মেরামত	৩৩০ টি
৯.	ওয়াশব্লকের রুটিন মেইনটেনেন্স	৪৭৮৭ টি
১০.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ/মেরামত	৪ টি
১১.	বিভাগীয় উপপরিচালকের দপ্তর নির্মাণ	১ টি
১২.	উপজেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ/মেরামত	৩৭ টি
১৩.	ইউআরসি মেরামত	৫২ টি
১৪.	পিটিআই মেরামত	২ টি
১৫.	চাহিদাভিত্তিক প্রাচীর নির্মাণ	৬০৪ টি
১৬.	স্লিপ ফান্ড	৬৫,০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৭.	প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট প্রদান (এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি এর আওতায়)	১৩১৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষ করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বৈষম্যহীন ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণসহ একীভূত শিক্ষা (ইনক্লুসিভ এডুকেশন) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষম বণ্টনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এডুকেশন ইন ইমারজেন্সি এর আওতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে জরুরি অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ/মেরামত ও সংস্কার কার্য বাস্তবায়িত হয়।

SLIP কার্যক্রম:

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের অন্যতম নিয়ামক হলো School Level Improvement Plan (SLIP) কার্যক্রম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বিবেচনায় ৪টি ক্যাটাগরিতে বিদ্যালয় প্রতি ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (SLIP) গ্র্যান্ট হিসেবে অর্থ প্রদান করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে প্রণীত গাইডলাইনের ভিত্তিতে স্কুল লেভেল ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে SLIP কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের নৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কাব-স্কাউটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যালয়গুলোতে এ কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ জন্য একটি বিশেষ প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার সকলস্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন বিষয় পিইডিপি-৪ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ০৩টি মূল কম্পোনেন্ট এর

অধীনে ২১টি সাব কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও ওয়াশব্লক নির্মাণ, বিদ্যালয় ও উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত উপকরণ/ সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ইত্যাদি। সার্বিকভাবে বলা যায়, বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারের বাজেট অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ সময় অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের আর্থিক অগ্রগতি ছিল ৮৬.৭৮%।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ:

বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা প্রদান এবং প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিশুর বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করাই হচ্ছে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর অভীষ্ট লক্ষ্য। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক, আগ্রহী শিশু, শিক্ষায়তন ও শিখন উপযোগী পরিবেশ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা জন্য অপরিহার্য। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমেই দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলা সম্ভব। এ প্রেক্ষিতে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন Continuous Professional Development (CPD) ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়েছে।

পিইডিপি-৪ এর আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে- ডিপিএড কোর্স, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারু এবং সংগীত), যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ইনডাকশন প্রশিক্ষণ, লিডারশিপ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া আইসিটি ইন এডুকেশন, একাডেমিক সুপারভিশন, অ্যাকশন রিসার্চ, লেসন স্টাডি , পেশাগত মানোন্নয়নে শিখন-শেখানো কার্যক্রম, ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও শিক্ষোপকরণ প্রণয়ন, শ্রেণিভিত্তিক/বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সিস্টেমেটিক ইংলিশ, গণিত অলিম্পিয়াড এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ। শিক্ষক ও সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে এক বছর মেয়াদি Overseas One Year Master's Degree এর জন্য বিদেশে প্রেরণ করা ।

সিস্টেমেটিক ইংলিশ প্রশিক্ষণ: নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বিটিশ কাউন্সিল এর মাধ্যমে পরিচালিত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ-(টিএমটিই) কার্যক্রমটি নির্বাচিত পিটিআই এ অনুষ্ঠিত হয়।

সিপিডি ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকগণের পেশাগত মান (Teacher and Head Teachers Professional Standard) এবং "সিপিডি বাস্তবায়ন কর্মকৌশল (CPD Implementation Action Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/এজেন্সীর নাম	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা্যা	মন্তব্য
১.	সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিইনএড)	১২ মাস	--		২২২ জন	
২.	ডিপিএড প্রশিক্ষণ	১৮ মাস	পিইডিপি৪		১১২০০ জন	
৩.	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাংলা	০৬ দিন	পিইডিপি৪	১৩২৮ ব্যাচ	৩৯৮৪০ জন	
৪.	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইংরেজি	০৬ দিন	পিইডিপি৪	১১৯৫ ব্যাচ	৩৫৮৫০ জন	
৫.	গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক গণিত প্রশিক্ষণ	০৬ দিন	পিইডিপি৪	২৪০০ ব্যাচ	৬০,০০০ জন	
৬.	ট্রেনিং অব মাস্টার ট্রেইনার ইন ইংলিশ (টিএমটিই)	০৩ মাস	পিইডিপি৪	৪২ ব্যাচ	৯৮৩ জন	

৭.	প্রধান শিক্ষকগণের লিডারশিপ প্রশিক্ষণের মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ	১৪ দিন	পিইডিপি৪	০৬ ব্যাচ	১৫০ জন	
৮.	আইসিটি ইন এডুকেশন	১৪ দিন	পিইডিপি৪	৩২১ ব্যাচ	৮০২৫ জন	
৯. ই	নবনিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ	১০ দিন	পিইডিপি৪	৪৩৪	১০৫১৪ জন	

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বিদ্যালয় ও অফিসসমূহ পরিদর্শন: প্রাথমিক শিক্ষার মেন্টরিং গাইডলাইন প্রণয়ন পূর্বক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। গাইডলাইনের ভিত্তিতে জেলা ও মাঠ পর্যায়ের মেন্টরদের জন্য মেন্টরিং কার্যক্রম করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন টুলস প্রণয়ন করা হয়।

- মেন্টরদের জন্য মেন্টরিং টুলস, স্লিপ পরিবীক্ষণের টুলস, হোম ভিজিট টুলস, বিদ্যালয় রি-ওপেনিং পূর্বপ্রস্তুতি টুলস, শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মচারী ও এসএমসি প্রতিনিধির দৈনিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ টুলস ইত্যাদি প্রণয়ন করে তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সরবরাহ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত ই-মনিটরিং অ্যাপস এ নতুন করে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- Annual Primary School Census (APSC): প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে APSC গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের নিকট হতে ভেলিডেশান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০১৯ সাল থেকে অনলাইনে তথ্য নেয়া হয়ে থাকে। জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ২০২২ সালের এপিএসসি প্রতিবেদন ৩১ মে ২০২৩ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- Annual Sector Performance Report (ASPR): ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন, যা এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ প্রতিবেদন APSC, NSA, MICS এবং EHS প্রতিবেদনগুলোর তথ্যের সমন্বয়ে প্রণীত হয়। ২০২১ সালে কোভিড কালীন সময়েও এ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেদনটির মাধ্যমে পিইডিপি-৪ এর বিভিন্ন ইন্ডিকেটরসহ প্রাথমিক শিক্ষার কেপিআই এবং ননকেপিআই সূচকের মানসমূহ বিশ্লেষণ ও বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।
- National Student Assessment (NSA): ২০২২ সালে NSA প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- এছাড়াও SDG এর Indicator সমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তথা APSC, ASPR এবং NSA এর প্রতিবেদন হতে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মিতভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরে তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

অর্থ সংক্রান্ত কাজ:

২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের বাজেট iBAS++ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমুহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রেরণ করে হিসাবরক্ষণ অফিসের মাধ্যমে বিল পাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। iBAS++ সফটওয়্যার হতে জেনারেটকৃত আর্থিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ২০২২-২৩ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে বেতন-ভাতাদিসহ সংশ্লিষ্ট আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর নিজস্ব সফটওয়্যার Online Accounting Information System (DPE AIS) কে iBAS++ সফটওয়্যার এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপডেট করা হয়েছে।

তথ্য ব্যবস্থাপনা: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য একদিকে যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে, অন্যদিকে শিখন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও উপযোগী করতে পাঠক্রমের উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি

এর ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে ডিজিটাল পদ্ধতির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

- অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর ও ইনস্টিটিউট-এ কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ইত্যাদি সামগ্রী তথা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধাদি ব্যবহার করে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য ৬৭টি পিটিআইতে উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার সমৃদ্ধ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, প্রতিটি ল্যাবে ল্যাপটপ, কম্পিউটার. প্রিন্টার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪১ হাজার ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে;
- ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ে ইতোমধ্যে নির্বাচিত শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে সকল পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;
- পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একাধিক মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে;
- পেপারলেস ই-মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৩৭০০টি ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে। ই-মনিটরিং এ্যাপস এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের সকল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ বিদ্যালয়ে গমনপূর্বক যেকোন স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে উক্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শন তথ্য ডিপিই সার্ভারে সরাসরি আপলোড করছে।
- e-Primary School System এর মাধ্যমে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত (অবকাঠামোগত) তথ্য, শিক্ষক-শিক্ষিকার যাবতীয় তথ্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য (শ্রেণি পরীক্ষার ফলাফলসহ) অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।
- e-APSC (Annual Primary School Census) ও Book Distribution Management System এর মাধ্যমে প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সকল ধরণের ১,২৮,০০০ বিদ্যালয়ের APSC (বাৎসরিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারী) তথ্য ও বই বিতরন তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ করে রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে।
- প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত কার্যক্রম: রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আওতায় সকল ধরনের পণ্য ও সেবা ক্রয় করা হয়ে থাকে। ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এবং CPTU কর্তৃক জারীকৃত সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রায় শতভাগ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেই ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকিউরমেন্ট বিভাগ হতে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ:

- মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক শ্রেণি পাঠদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় পর্যায়ে বিতরণের জন্য ৪১০০০টি ল্যাপটপ ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে উক্ত ল্যাপটপসমূহ বিদ্যালয় পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক শ্রেণি পাঠদানের উদ্দেশ্যে ৪১০০০টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ৪১০০০টি স্পীকার ক্রয়ের জন্য সরবরাহকারী নির্বাচনপূর্বক ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এবং উক্ত সরঞ্জামাদি বিদেশ হতে আমদানীর জন্য সরবরাহকারীর অনুকূলে এলসি খোলার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৩৯৭০১ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য গ্রামীনফোন লিঃ এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে G2P পদ্ধতিতে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের জন্য নগদ লিঃ এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
- এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট ও পিইডিপি৪ এর আওতায় বিভিন্ন লাইন ডিভিশনের চাহিদা অনুযায়ী মোট ৩৫টি পণ্য ও সেবা ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে উপবৃত্তি কার্যক্রম: প্রাথমিক শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী পরিবারগুলোর দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাস, ভর্তির হার বৃদ্ধি, উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরে পড়া হ্রাসপূর্বক মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নসহ নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদানের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। বর্তমানে জনপ্রতি মাসিক ১৫০/- থেকে ২০০/- হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। এতে প্রতি অর্থবছরে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী মা/অভিভাবকের মোবাইল একাউন্টে G2P পদ্ধতিতে EFT'র মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

- **প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রমের অর্জন:**
  - প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৯৮% এ উন্নীত হয়েছে;
  - ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার বৃদ্ধি ফলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে;
  - ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ২০১০ সালে ছিল ৩৯.৮০% যা হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১৩.৯৫% এ নেমে এসেছে;
  - নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে।
  - স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা পালন করছে।

- **<u>উপবৃত্তি বিতরণ পরিধি:</u>**

  সারা দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রাপ্তির আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

- **<u>উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তাবলী ও মাসিক হার:</u>**

○ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি: ন্যূনতম বয়স ৪ বছর। ○ প্রতিমাসে পাঠদিবসের ৮৫% উপস্থিতি সকল শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। ○ ৪র্থ থেকে-৮ম শ্রেণি: বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ৪০% নম্বর প্রাপ্তি (বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বেলায় ৩৩% নম্বর প্রাপ্তি)। ○ কোন পুনরাবৃত্ত শিক্ষার্থীকে (Repeated) উপবৃত্তি প্রদান করা যাবে না।	○ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি: ৭৫ (পঁচাত্তর) টাকা। ○ প্রথম শ্রেণি-পঞ্চম শ্রেণি: ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা। ○ ৬ষ্ঠ শ্রেণি- ৮ম শ্রেণি: ২০০ (দুইশত) টাকা। ○ একটি পরিবারের সর্বোচ্চ ০২ (দুই) জন জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্য হবে।

- **<u>২০২১-২২ অর্থবছর থেকে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় উপবৃত্তি বিতরণ:</u>**
  - ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত ১৯০০ কোটি টাকা হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর/২০২১ সময়ের আংশিক বকেয়া এবং জানুয়ারী-জুন/২০২২ সময়ের সমুদয় বকেয়া বাবদ ১,০৫,৫৬,৯৫২ জন শিক্ষার্থীর অনুকূলে ৮৮২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৭৫ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর/২০২২ সময়ের ৯৫,৭৪,৫৯১ জন শিক্ষার্থীর অনুকূলে ৮০৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭৭৫ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ব্যয় (সার্ভিস চার্জসহ) ১৬৯৬ কোটি ৫৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ২১৬ টাকা।

স্কুল ফিডিং প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট ডেসিমেনেশন ওয়ার্কশপে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো জাকির হোসেন এমপি এঁর সাথে অন্যান্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

৪. প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৪.১ প্রকল্পের নাম: চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪):

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৫ (আরডিপিপি)।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রকল্প ব্যয় : ৩৮,২৯,১৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২৫৫৬১৩২.০০, পিএ: ১২৭৩০১৮.০০)।
প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।
অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার ও ৭টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (আরডিপিপি) ।
মোট কম্পোনেন্ট : ৩টি। সাব-কম্পোনেন্ট: ২১টি।

২০২২-২৩ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে ও দপ্তর সমূহে চাহিদা ভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও ওয়াশব্লক নির্মাণ, বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত উপকরণ/ সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, করোনা কালীন সময়ে ঘরে বসে শিখি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

৪.২ প্রকল্পের নাম: চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

- ❖ প্রকল্প ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) : ৫৬২৬০৪.০৯ লক্ষ টাকা
- ❖ প্রকল্পের অর্থের উৎস : জিওবি
- ❖ প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- ❖ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ❑ নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ
- ❑ নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস
- ❑ নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা করা

- ❑ নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ/শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ
- ❑ শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক অসমতা দূর করা, শিখন-শেখানোর মান ও শিক্ষা সমাপ্তিচক্রের উন্নয়ন ঘটানো
- ❑ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের মান উন্নয়ন করা
- ❑ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সকল শিশুর জন্য শিশুবান্ধব শিখন নিশ্চিত করা

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- ➡ চাহিদাভিত্তিক অতিরিক্ত ২৫০০০ শ্রেণিকক্ষ/শিক্ষককক্ষ নির্মাণ
- ➡ ৫০০টি বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- ➡ স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ৫০০০ ওয়াশব্লক নির্মাণ
- ➡ ৫০০০টি বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপন
- ➡ ২২৫০০ শ্রেণিকক্ষে এবং ২৫০০ শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ

২০২২-২৩ অর্থবছরের অগ্রগতি	:	আর্থিক অগ্রগতি	৬৯.৫৪%
		বাস্তব অগ্রগতি	৭৫.০০
প্রকল্পের শুরু থেকে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	আর্থিক অগ্রগতি	৮৫.২৪%
		বাস্তব অগ্রগতি	৯০.৮৯%
শ্রেণিকক্ষ/শিক্ষককক্ষ নির্মাণ	:	১০০% সমাপ্ত	২৩,০৭২ টি
ওয়াশব্লক নির্মাণ	:	১০০%সমাপ্ত	৩১০৯ টি
নলকূপ স্থাপন	:	১০০%সমাপ্ত	৩৮৯১টি
আসবাবপত্র সরবরাহ	:	১০০%সমাপ্ত	২৮৫৫ টি বিদ্যালয় (১৩০৪০ কক্ষ)

আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে

৪.৩ প্রকল্পের নাম: চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

- প্রকল্প ব্যয় (আরডিপিপি অনুমোদিত) : ৮৬৭৫৫২.১১ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
- প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা প্রদান, ও শিক্ষা সমাপ্তির উন্নয়নে বৈষম্য কমিয়ে আনা;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন ও শিক্ষা প্রদান বিষয়ক পরিবেশের উন্নয়ন;
- প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য শিশু বান্ধব শিক্ষা নিশ্চিত করা;

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা:

- সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা;
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ৩৭,৫০০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা উন্নয়ন;
- ৮০০টি বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;
- ছেলে-মেয়ের জন্য পৃথক সুবিধা সংবলিত ৮০০০ বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক ও সুপেয় পানি উৎস স্থাপন;
- নির্মিত ভবনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন;

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- চাহিদাভিত্তিক ৩৭৫০০ অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ;
- স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ৮০০০ ওয়াশব্লক নির্মাণ;
- ৩৪২০০ শ্রেণিকক্ষে এবং ৩৩০০ শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ;
- ৮০০০টি বিদ্যালয়ে ৮০০০টি নলকূপ স্থাপন;
- ৮০০টি বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	: ৭৪৩৫১.৫০ লক্ষ টাকা
ব্যয়	: ৫৪৬২৪.৭৩ লক্ষ টাকা,
আর্থিক অগ্রগতি	: ৭৩.৪৭% এবং
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	: আর্থিক- ৬৭.৫৯% ও বাস্তব- ৭৯%

৪.৪ প্রকল্পের নাম: ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প:

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১১৫৯২০.৫৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ রাজস্ব)
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	• শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ৩৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫৪টি বিদ্যালয়ের ২৯৭৫টি কক্ষ নতুনভাবে নির্মাণ করা; • ১৭৭টি বিদ্যালয়ের ১১৬৭টি কক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ; • উত্তরা'তে ৩টি ও পূর্বাচলে ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুনভাবে স্থাপন ; • ভর্তি উপযোগী শিশুর শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করণ; • শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, পরিপূর্ণ উন্নতির ধারাবাহিকতার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করণ; • প্রায় দুই লক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য শিশুবান্ধব শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ নিশ্চিতসহ শিক্ষার মাণ বৃদ্ধি করণ ।
প্রকল্প এলাকা	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। কালিগঞ্জ, গাজীপুর । রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। (মোট থানা-১২টি। ১৪টি নতুন বিদ্যালয় (উত্তরা ৩টি ও পূর্বাচলে ১১ টি) স্থাপন করা হবে। ১৪টি নতুন বিদ্যালয়সহ মোট ৩৫৬টি (৩৪২+১৪) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)
কাজের অগ্রগতি	ঢাকা মহানগরীর ৩৪২ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ইতোপূর্বে ১২৫টি বিদ্যালয়ের মাটি পরীক্ষা ও টপো গ্রাফিক্যাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ৯৬টি বিদ্যালয়ের মাস্টার প্ল্যান ও ডিজাইন অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৫টি বিদ্যালয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যার ১৫টির নিমাণ কাজ চলমান আছে। এছাড়া ১৮টি বিদ্যালয়ের প্রাক্কলন অনুমোদিত হয়েছে। উত্তরার ৩টি ও পূর্বাচলে ২টি বিদ্যালয়ের জন্য প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে।

৪.৫ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প:

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : ১ মার্চ ২০১৯ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	১৬৪০৪.৬৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল ডাটাবেজ তৈরী করা যাতে একজন শিক্ষার্থীর সকল তথ্য লিপিবদ্ধ থাকবে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী একক পরিচিতি (ইউআইডি) নম্বরের মাধ্যমে ইউনিক ভাবে পরিচিত হবে।

CRVS এর মৌলিক তথ্য:
প্রাথমিক শিক্ষায় সকল শিশুকে অন্তর্ভুক্তির ফলে প্রতিটি শিশুর বিভিন্ন ধরণের তথ্য ধারণ ও ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আলোচ্য প্রকল্পে সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (CRVS) গ্রহণের মাধ্যমে সকল প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে একই ফ্রেমের মধ্যে নিয়ে আসা। এ ধরণের ব্যবস্থা দুটি ভিন্ন সিস্টেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা: ক) সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও খ) ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস।

লক্ষ্যমাত্রা:

- প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত ২কোটি ১৭লক্ষ (বেজলাইন) ও প্রকল্পের ২য় ও ৩য় বছরে নতুন ভর্তিকৃত ৭০ লক্ষ শিক্ষার্থীর প্রোফাইল প্রস্তুত করা।
- প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও স্কুল, রস্ক স্কুল ও সরকারী-বেসরকারী সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রস্তুত করা।
- প্রাথমিক পর্যায়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একক পরিচিতি (ইউআইডি) নম্বর প্রদান।
- প্রাথমিক পর্যায়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একক পরিচিতি নম্বরের ভিত্তিতে আইডি কার্ড প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য সেবা (যেমন: বই সরবরাহ, ভর্তি ও উপবৃত্তি, মিডডেমিল ইত্যাদি) প্রদান। ধাপে ধাপে এটিকে বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ২০৬৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৯৩৫.০০ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি ৪৫.২৮%)

4.6 Project Title: Bangladesh COVID-19 School Sector Response (CSSR) Project

Project Duration: July 2020 to June 2023 (including wind-up period January-June 2023)
Project cost (BDT. In lakh): Total: 12487.30

Objectives of the Project:

The overall objective of the Project is to minimize learning loss of boys and girls, including the most vulnerable groups such as children of hard-to-reach areas or socio-economically disadvantage groups and children with disabilities, are protected during the emergency response and the system is strengthened as a result of the lessons learned from the COVID-19 response.

The Project has Short, Medium and Long-Term objectives focused on the following: a) Children's safety and learning community; b) Readiness and support for recovery and re-opening in the post-emergency period; and c) Building System Resilience through learning from the COVID-19 response and sustaining good practices.

জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স (সিএসএসআর) প্রকল্পের আওতায় দুর্গম এলাকার শিশুদের মাঝে প্রিন্টেড লার্নিং প্যাকেজ বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর শিক্ষাক্রমের ওপর ভিত্তি করে সিএসএসআর প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণির ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে, যা টেলিভিশন ও রেডিও'র মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এছাড়া প্রত্যন্ত এলাকার ২০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। হার্ড টু রিচ এরিয়ায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার শিক্ষার্থীকে লার্নিং মেটেরিয়ালস প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৪০০০ শিক্ষককে ব্ল্যান্ডেড পদ্ধতিতে শিক্ষাদান বিষয়ে এবং বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও মনিটরিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ ৬০৭০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬০.০০ লক্ষ টাকা এবং পিএ ৬০১০.০০ লক্ষ টাকা)। মোট ব্যয়- ৫৬৭৫.৮৬ (অগ্রগতি: ৯৩.৫১%)। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়- ৯৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৭%।

৪.৭ প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশের ৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন (১ম সংশোধনী) প্রকল্প:

প্রকল্পের মেয়াদকাল : ০১/০১/২০১৯ থেকে ৩১/১২/২০২২ (২য় সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত)

প্রকল্প বরাদ্দ : ২৮৬৯.১৭ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৩৬৯.৪৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সহায়তা: ২৪৯৯.৭৩ লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশের ৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের (উপজেলায় ১টি বিদ্যালয়) কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রয়োগের সাথে পরিচিতকরণ এবং পড়ার অভ্যাস বাড়ানো।
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শেখার দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা শেখার এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটিকে আরও ফলপ্রসূ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য।
- কম্পিউটারের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিকাশ।
- নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজী ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি।
- শিক্ষার্থীরা তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও ভাষার দক্ষতা উন্নত করার সাথে সাথে আত্মবিশ্বাস বিকাশে সহায়তা।
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াটিকে আরও ফলপ্রসূ করা।

প্যাকেজ নং: জিডি-০১ এর আওতায় লট-০১ ও লট-০২ এর অধীনে মোট ১৩১০টি ডেস্কটপ (কম্পিউটার) ও ইউপিএস বিদ্যালয়ে পর্যায়ে ডেলিভারীর জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে পত্র দোয়া হয়েছে। এছাড়া ৫০৯ টি প্রিন্টার, ৫০৯ টি সাউন্ড সিস্টেম, ২৫৪৫ টি হেডফোন, ৫০৯ টি পেনড্রাইভ, ৫০৯ টি রাউটার/মডেম আইসিটি আসবাবপত্রসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪.৮ প্রকল্পের নাম: সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম	: সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৯৯৬ লক্ষ টাকা (নয় কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা) সম্পূর্ণ অনুদান
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	: ৯১২.৯১ (লক্ষ) (৯১.৬%)
আর্থিক সংস্থান	: Asian Development Bank (ADB) TA 9883
মেয়াদ কাল	: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩

প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি

সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন হয়েছে:

- **প্রকল্পের আউটপুট-১** এর আওতায় সারাদেশে ২১টি জেলার ২৬ টি উপজেলা/থানার ১২০ টি বিদ্যালয় থেকে ৪৮০ জন সহকারী শিক্ষক, ১২০ জন প্রধান শিক্ষক এবং ১০৪ জন উপজেলা/থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের Digital Platform for Teacher Development বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল প্লাটফর্ম বাস্তবায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনকালীন গাঠনিক তথা ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও শ্রেণিকার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য টেকনিক্যাল টিমের সদস্য মনোনয়ন ও সদস্যগনের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং রেকর্ড কিপিং এর উপর একটি খসড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরিপূর্বক মাঠপর্যায়ে পাইলটিং উপজেলা হতে ৩০ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- শ্রেণিকক্ষে ধারবাহিক মূল্যায়নের জন্য কর্মশালার মাধ্যমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির বাংলা, গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ের উপর Assessment Item Development করা হয়েছে।

- **প্রকল্পের আউটপুট-২** এর আওতায় আইপিইএমআইএস (IPEMIS) এর ফেইজ ৩ এবং ৪ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ
- আইপিইএমআইএস সর্বমোট ৪টি ফেইজ সম্পন্ন করার কথা যার প্রথম দু'টি ফেইজ UNICEF এর সঙ্গে সম্পন্ন করবে।
- PEMIS এর Phase III (পর্যায়-৩) এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এই পর্বের আওতায় নিম্ন লিখিত System আপডেট করা হয়েছে।

ক) Blended Training Management Platform/ Training Tracking System
খ) Learning Management System (LMS) এর কাজ চলমান।
গ) Blended learning and online training facilitation
ঘ) Teacher and trainer database

- Phase IV (পর্যায় ৪) এর আওতায় নিম্নে উল্লিখিত সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে।
  ক) Remote Learning System
  খ) Case Management System
  গ) Scholarship examination management system
  ঘ) Strengthened Security System of PEMIS
  ঙ) External integration system

৫. বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (২০২২-২০২৩):

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ			ব্যয়			
		জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	ব্যয়ের হার (%)
১	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ৪)	১৯৭৭৮৬.০০	৪৩৮৭৫৯.০০	৬৩৬৫৪৫.০০	১৬৮৮৯৫.৪৮	৩৭৯৫২৭.৮৩	৫৪৮৪২৩.৩১	৮৬.১৬
২	চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প	৭৪৩৫১.৫০	০.০০	৭৪৩৫১.৫০	৫৪৩০৩.৪৫	০.০০	৫৪৩০৩.৪৫	৭৩.০৪
৩	চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প	৪২৯২০.০০	০.০০	৪২৯২০.০০	২৯৬৩৫.০৬	০.০০	২৯৬৩৫.০৬	৬৯.০৫
৪	প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প	২০৬৫.০০	০.০০	২০৬৫.০০	৯৩৫.৮৯	০.০০	৯৩৫.৮৯	৪৫.৩২
৫	ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প	২০৫২.৩৫	০.০০	২০৫২.৩৫	১৯৬৫.১৬	০.০০	১৯৬৫.১৬	৯৫.৭৫
৬	৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন প্রকল্প	২৩৬.০০	১৪২৫.০০	১৬৬১.০০	৯৮.৩৮	৩৮৮.০৮	৪৮৬.৪৬	২৯.২৯
৭	বাংলাদেশ কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেস্পন্স (সিএসএসআর) প্রকল্প	৬০.০০	৬০১০.০০	৬০৭০.০০	৯.৬২	৫৬৬৬.২৪	৫৬৭৫.৮৬	৯৩.৫১
৮	সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন	০.০০	৪৫৫.০০	৪৫৫.০০	০.০০	৪৪৫.২০	৪৪৫.২০	৯৭.৮৫
	মোট=	**৩১৯৪৭০.৮৫**	**৪৪৬৬৫৯.০০**	**৭৬৬১১৯.৮৫**	**২৫৫৮৪৩.০৪**	**৩৮৬০২৭.৩৫**	**৬৪১৮৭০.৩৯**	**৮৩.৭৮**

প্রাগম এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন এম.পি. এঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ডেলিগেটস এবং জাপান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের মধ্যে স্কুল ফিডিং ও স্কুল হেলথ বিষয়ে আলোচনা শেষে টোকিওতে ফটো সেশন

৬. SDG সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন

প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষ করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বৈষম্যহীন ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণসহ একীভূত শিক্ষা (ইনক্লুসিভ এডুকেশন) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষম বণ্টনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আইসিটি সামগ্রী বিতরণ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য ডিভাইস বিতরণ, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিসহ বিদ্যালয় সজ্জিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া School Level Improvement Plan (SLIP) কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান, স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন, এডুকেশন ইন ইমারজেন্সিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। সকল বিদ্যালয়ে পানীয় ও জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াশ ব্লক নির্মিত হচ্ছে। চাহিদার ভিত্তিতে বিদ্যালয় মেরামত ও বিদ্যুৎ বিহীন বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

প্রথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ১১২.০০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা এ ছাড়া ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি শিশুদের জন্য তাদের ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে বিভিন্ন উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

৮. ভবিষ্যত পরিকল্পনা

প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। তাই প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের গুরুত্ব অপরিসীম। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় দপ্তরসমূহে প্রয়োজনীয় ও যুগপোযোগী আইসিটি সামগ্রী সরবরাহকরণসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন। বিদ্যালয়সমূহে খেলার মাঠ উন্নয়ন, স্কুল হেলথ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ২ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পর্যায়ক্রমে সকল বিদ্যালয়কে এক শিফটে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ে অনলাইন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়ার চালু করা হচ্ছে। ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্টের অংশ হিসেবে টিভি কনটেন্ট, রেডিও কনটেন্ট এবং অনলাইন কনটেন্ট তৈরির কার্যক্রম চলছে, যা ভবিষ্যতে রিমোর্ট লার্নিং এর ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গন্য হবে। সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের জন্য কক্সবাজারে শীঘ্রই লিডারশীপ ট্রেনিং সেন্টার চালু করা হবে। ডিপিই এর প্রধান কার্যালয়ের নবনির্মিত ১৫তলা ভবন শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। বিভিন্ন স্তরে শূন্যপদসমূহ পূরণ ও পদোন্নতির উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে স্মার্ট সিটিজেন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ ও সে অনুযায়ী যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ৭টি প্রকল্প/কর্মসূচি চালু রয়েছে এবং শীঘ্রই আরো ৮টি প্রকল্প চালু করার কার্যক্রম চলছে।

স্কুল ফিডিং প্রকল্পের স্টাডি রিপোর্ট ভেলিডেশন ওয়ার্কশপে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।